ঈশ্বরের প্রাপ্তিলাভ

বা ঈশ্বরকে জানতে পারায়

পবিত্র বাইবেল যে সত্য প্রকাশ করে

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Getting to Know God

What the Bible Reveals

By Fred Pearce

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

August 2011

Produced by the kind permission of
The Christadelphian Magazine and Publishing Association Ltd (UK)

ঈশ্বরের প্রাপ্তিলাভ বা ঈশ্বরকে জানতে পারা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকদের মধ্যে জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়েছে যে, তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে কিনা? আশ্চর্য্য জনিত ভাবে উত্তর পাওয়া গেছে ৬০ ভাগ লোক বলেছে, তারা বিশ্বাস করে, যদিও মাত্র ১০ ভাগ লোক নিয়মিত ভাবে কোন না কোন উপাসনালয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি আরও একটু গভীরতর জরিপ চালানো যায়, তাহলে তারা ঈশ্বরের কোন বিষয়টিতে বা ঈশ্বর সম্পর্কিত কি ধরণের বিশ্বাস করে তাহলে হয়তো বেশীর ভাগ উত্তরই হবে বাইবেল ভিত্তিক এবং বহির্ভূত ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভিত্তিক। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামতই সাধারণতঃ ঈশ্বর ভিত্তিক বিষয়টিতে প্রতিফলিত হবে। বেশীর ভাগ লোকই তাদের নিজ নিজ অপারগতা, অক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়ে মনে করে ঈশ্বরও হয়তো সকলের প্রতি একই রকম করে থাকে। কেউ কেউ বলে থাকে, "আমি ঈশ্বর সর্ম্পকে চিন্তা করতে পছন্দ করি এই ভেবে যে, তিনি অসীম করুণাময়, কাউকে কোন সময় তুচ্ছ জ্ঞান করে না, এমনকি যারা সঠিক নয়, মন্দতায় পূর্ণ তাদেরও তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন না। অন্য একদল বলবে, ঠিক আছে, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকে, তাহলে আমি যদি সঠিক বিষয়টি করি, অবশ্যই পুরষ্কার পাবো, কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে পুরষ্কারের বিষয়টিও জড়িত। সত্যিকার অর্থে বর্তমান সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে সকল প্রকার ধর্মচর্চাকেই সত্য বলে বিবেচিত হয়, যে কোন উপায় বা পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে ডাকা, ঈশ্বরের উপাসনাকে সিদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রকৃত বিষয়টি এই যে বর্তমানের আধুনিক ধর্মাচারণ অধিকাংশই কোন বিশেষ চলতি ধর্মাবলম্বী নয়। এই সকল ধর্মাচারণে সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, সর্ব্বোচ্চতার কোন প্রতিফলন নয় কারণ এই সকল ধর্মাবলম্বীরা ধর্মবিশ্বাসের মূল বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই হয়তো সে দৃঢ় বিশ্বাসী বা দোষ প্রমাণে সিদ্ধ নয়, অস্বচ্ছ ধারণাসমৃদ্ধ, দোমনা।

ধর্মবিশ্বাসের মূলভিত্তিটি কোথায়? (Where is the Basis?)

এটা অনস্বীকার্য যে, মানব জাতির উপরে ধর্ম নামক বিষয়টির যদি কোন আধিপত্য বা কর্তৃত্ব থেকে থাকে তবে সেটা হচ্ছে 'ঈশ্বর' নিজেকে নিজে প্রকাশিত করেছেন বলে। অন্য আরেকটি দিক চিন্তা করা যেতে পারে যদি ধর্মীয় তথ্য সমূহ ঈশ্বর দ্বারা বর্ণিত নয় তাহলে তা কোন মনুষ্যদের দ্বারা বর্ণিত বা রচিত হয়েছে। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে একজন মানুষ হয়ে সে কিভাবে নির্ধারণ করবে অপর একজন পুরুষ বা নারীর জন্যে কোনটা বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়? বর্তমান পৃথিবীস্থ বেশীরভাগ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা বা প্রচার সাধারন মানবীয় চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ, একমাত্র বাইবেলই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। বাইবেলে বর্ণিত ধর্ম বিষয়ক তথ্য- খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ধর্ম- এই বুকলেটটি যে সম্পর্কে প্রাধান্য দিয়েছে তা হচ্ছে, মানবজাতির কল্যাণে ঈশ্বরের অমূল্য বাক্য। বাইবেলে বর্ণিত তথ্যসমুহ কোন মানুষের উপস্থাপনা নয়,

"ঈশ্বরের বাক্যসমূহ" ভাববাদীদের নিকটে আসে এবং তারা কোন প্রকার পরিবর্তন সাপেক্ষে হুবহু সেই বাক্যসমূহ প্রকাশ করেছে। পুরাতন এবং নূতন নিয়ম একই ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, পরবর্তী বংশধর তথা সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণে ব্যবহৃত হতে এই বাক্য প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রেরিত পৌল বলেছেন, "ঈশ্বর অনুপ্রাণিত", আক্ষরিক ভাবে পৌল (২য় তীমথিয় ৩ঃ ১৬ পদ) লিখেছেন, "ঈশ্বর-নিশ্বঃসিত", এই উল্লেখযোগ্য বক্তব্য প্রকাশ করে পবিত্র (ঈশ্বরের) আত্মার (নিঃশ্বাস) চিন্তাশক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে আক্ষরিক ভাবে।

যেমন পিতরের ভাষ্য "কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন" (২ পিতর ১ঃ২১ পদ)। এই পদটি দ্বারা পরিষ্কার যে পার্থক্যটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে "কোন মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে নয় কিন্তু ঈশ্বরের" আত্মার পরিচালনা দ্বারা। আর এই কারণেই বলা হয় যে, 'পবিত্র বাইবেল' হচ্ছে সর্বোচ্চ অধিকর্তার পুস্তক। এটা হচ্ছে মানুষের জন্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বরের বাক্য। সুতরাং এই পুস্তকটি অবহেলার কোন দুঃসাহস না করে অবশ্যই অতিগুরুত্বের সাথে আমাদের গ্রহন করা উচিত।

ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ (God's Self-Revelation)

এবার আমরা বাইবেলের সারাংশে পর্যবেক্ষণ করে দেখি, 'ঈশ্বর' সম্পর্কে আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে চায়? এ সম্পর্কিত ভাষ্য সামান্য নয়- অফুরন্ত, বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে বর্ণনা শুরু হয়ে শেষ পৃষ্ঠা অবধি। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি রহস্য, সেরা সৃষ্ট জীবের কল্যাণে বিভিন্ন নিয়মাদি, ব্যবস্থাসমূহ অপূর্ব গীতের পদ বিন্যাস, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ভাববাণী- অতঃপর মানবজাতির জন্যে সুসমাচার এবং সবশেষে নূতন নিয়মের প্রেরিতগণের লিখিত পত্রাদি। কিন্তু এই সকল বিষয়াদি কোন ক্রমেই ঈশ্বরের অস্বচ্ছতা বা অসম্পূর্ণতার চিত্র প্রকাশ পায় না বরং তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অবিচলতার বিষয় প্রকাশ পায় যেগুলি সম্পূর্ণরূপে মানব জাতির কল্যাণ এবং আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। তিনি কোনভাবেই মনুষ্য জাতির উদ্বিগ্নতায় উদ্বিগ্ন না হয়ে অলীকতায় থাকতে পারেন না, অথবা কখনই তাদেরকে দূরবর্তী অজানা কোন স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন না। যদি সত্যি সত্যিই কোন নারী/ পুরুষ সেই পথ বেছে নেয় তবে তার ফলাফল হবে ভয়ংকর ক্ষতিনাশক।

'ঈশ্বর' সম্পর্কে বাইবেলের সাধারণ বর্ণনা হচ্ছে, তিনি শাশ্বত। পবিত্র বাইবেলের কিছু বক্তব্য বা পদ বিবেচনা করা যেতে পারে ঈশ্বরের এই প্রকার প্রকৃতি সম্পর্কে, যেমন-

> "পর্বতগণের জন্ম হইবার পূর্বে, তুমি পৃথিবী ও জগতকে জন্ম দিবার পূর্বে, এমনকি, অনাদিকাল হইতে অনন্ত কাল তুমিই ঈশ্বর" (গীতসংহিতা ৯০ঃ২ পদ)।

"তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না" (যিশাইয় ৪০ঃ২৮ পদ)।

"কিন্তু সদাপ্রভু সত্য ঈশ্বর; তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী রাজা; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, এবং তাঁহার কোপ জাতিগণ সহিতে পারে না" (যিরমিয় ১০ঃ১০ পদ)।

পদগুলি দ্বারা ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব, প্রকৃতি সম্পর্কিত যে সত্য প্রকাশ করেছেন তা মনুষ্যের সাধ্যাতিত, যিশাইয় ৩১ঃ৩ পদ বলে,

"মিসরীয়গণ তো মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয়, তাহাদের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয়; এবং সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিলে সাহায্যকারী উছোট খাইবে, ও সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি পতিত হইবে, সকলে একসঙ্গে নষ্ট হইবে"।

এই পদটির মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে "মনুষ্য/মাংসিক" এবং "ঈশ্বর/আত্মা" এই দু'য়ের মধ্যে কার্যতই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরের আকৃতি ও প্রকৃতি একেবারেই মনুষ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি হতে ভিন্ন, যেটা হচ্ছে মনুষ্যের চিন্তাধারা বা মস্তিষ্কের কার্যক্রম সীমিত, অপরদিকে ঈশ্বরের অপরিমিত, মানুষের চরিত্র, প্রকৃতি দূর্বল, ঈশ্বর অবিচল, মনুষ্য মরণশীল, ঈশ্বর অনন্তকালীন।

ঈশ্বর অনাদি অনন্তকালীন (God is Eternal)

ঈশ্বর সম্পর্কে নূতন নিয়মে প্রেরিত পৌল সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

"যিনি যুগপর্য্যায়ের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক। আমেন" (১ তীমথিয় ১ঃ১৭ পদ)।

"যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন" (১ তীমথিয় ৬ঃ১৬ পদ)।

এটা সত্যিই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, উপরে বর্ণিত দুটি পদেই ঈশ্বরের প্রকৃতিকে ব্যতিক্রমী বিশেষণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন- তিনি 'অক্ষয়' এবং 'অমর' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি ঠিক মনুষ্যের প্রকৃতির বিপরীত। সুতরাং ঈশ্বর 'অনন্তকালীন', আক্ষরিক অর্থে (যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে)। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, একটি পদেই - ১ম তীমথিয় ১ঃ১৭, তিনবার 'ঈশ্বরকে' যুগপর্য্যায়ের রাজা'----'যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা সমাদর হউক (অর্থাৎ এক যুগ হতে আর এক যুগ তথা অনন্তকালীন) বলে উল্লেখ করেছেন, একমাত্র ঈশ্বরই এই অমরতার অধিকারী।

ঈশ্বরের মহানুভবতা (The Greatness of God)

ঈশ্বরের অখন্ড সার্বভৌম্যত্ব এবং মহিমাকে নিরুপিত করে তাঁর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করা কি ক্ষুদ্র মানবজাতির দ্বারা উচিত কি অনুচিত এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুই পবিত্র বাইবেলের অধিকাংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইস্রায়েলের এককালীন বিখ্যাত রাজা দায়ূদের বর্ণনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট, ১ম বংশাবলী ২৯ঃ১০-১১ পদে দায়ূদ কহিলেন,

> "আর দায়ূদ সমস্ত সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন। দায়ূদ কহিলেন, হে সদাপ্রভু, আমাদের পিতৃ-পুরুষ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ধন্য। হে সদাপ্রভু, মহত্ত্ব পরাক্রম, গৌরব, জয় ও প্রতাপ তোমারই; কেননা স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার; হে সদাপ্রভু, রাজ্য তোমারই, এবং তুমি সকলের মস্তকরূপে উন্নত"।

যদি উপরোক্ত দুইটির প্রতিটি শব্দ আমরা মনোযোগ সহকারে একটি একটি করে শব্দার্থ ও বিশ্লেষণ করি তাহলে অবশ্যই দায়ূদের ঈশ্বরের সার্বভৌম্যত্ব বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাবো--- মহত্ব--- পরাক্রম--- মহিমা বা গৌরব---- জয়----- প্রতাপ। পুরাতন নিয়মের বেশীর ভাগ ভাববাদীই ঈশ্বরের এই প্রকার মহানত্বকে অবনতভাবে স্বীকার করেছেন, এমনকি এই ভাবধারা নূতন নিয়মেও প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষভাবে প্রেরিত পৌলের দ্বারা। এটা সত্যি যে একমাত্র ইস্রায়েল জাতিকেই তথা সমগ্র মানবজাতিকে (৪০ বছর যাবত প্রান্তরে যাত্রাকালীন সময়ে ঈশ্বর তাঁর প্রতাপ দেখিয়েছেন, লোহিত সাগর পাড়ি হওয়ার ঘটনাটি মিশরীয়রা প্রত্যক্ষ সাক্ষী । ২য় বিবরণ ৪ঃ ৩২-৩৪ পদ বলে,

> "কারণ, পৃথিবীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের সৃষ্টিদিনাবধি তোমার পূর্ব্বে যে কাল গিয়াছে, সেই পুরাতন কালকে এবং আকাশমন্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তকে জিজ্ঞাসা কর, এই মহাকার্য্যের তুল্য কার্য্য কি আর কখনও হইয়াছে? কিংবা এমন কি শুনা গিয়াছে? তোমার মত কি আর কোন জাতি অগ্নির মধ্য হইতে বাক্যবাদী ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে? কিংবা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মিসরে তোমাদের সাক্ষাতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, ঈশ্বর কি তদনুসারে গিয়া পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ, চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ, যুদ্ধ, বলবান হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও ভয়ঙ্কর মহামহাকর্ম্ম দ্বারা অন্য জাতির মধ্য হইতে আপনার জন্য এক জাতি গ্রহণ করিতে উপক্রম করিয়াছেন?"

ঈশ্বর তাঁর প্রতাপ এবং উদ্ধারের মধ্য দিয়ে সরাসরি ইস্রায়েল জাতিকে তথা সমগ্র মানব জাতিকে তাঁর প্রতি নত থাকতে বলেছেন,

> "আমি মিশরীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং যেমন ঈশ্বর পক্ষী পক্ষ দ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এখন যদি

তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার" (যাত্রাপুস্তক ১৯ঃ৪-৫ পদ)

লক্ষ্য করা যেতে পারে পদটিতে ঈশ্বর তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষতা, অসীম গূণাবলী দেখিয়ে ইস্রায়েলকে তাঁর নিয়ম পালন করতে বলেন নি, তিনি মূর্তিউপাসক, অজানা দেব-দেবীর উপাসকদের ধারা-বাহিকতা (বিশেষ করে মিশরীয়দের) থেকে বিরত থাকতে তাঁর অসীম প্রতাপ, সার্বভৌম্যত্ব প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিয়েছেন যখন ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে তাঁর নিয়মাবলিসহ দশআজ্ঞা প্রবর্তন করেছেন, যাত্রাপুস্তক ২০ঃ ২-৩ পদ,

"আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।"

দশআজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অতঃপর নৈতিক উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা বিবরণ। তাঁর আদেশ অমান্য করা মনুষ্যদের পক্ষে অসম্ভব, যীশু খ্রীষ্টও একই রকম কর্তৃত্ব নিয়ে কথোপকথন করতেন, তিনি অবশ্য বলেছেন, এটা তাঁর নিজস্ব নয় কিন্তু তাঁর পিতার, লক্ষ্য করা যেতে পারে পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যীশু 'ঈশ্বরকে' পিতা বলে সম্মোধন করেছেন, যেমন- মথি ১১ঃ২৫-২৬ পদ,

"সেই সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ; হ্যাঁ, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।"

যদিও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে নিজেদের যোগ্য করে তুলে তিনি সেইসকল মনুষ্য সন্তানদের পিতা তবুও ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত স্বর্গমর্তের অধিকর্তা ও প্রভু"। খুবই দুঃখের বিষয় এই চরম সত্যটি বর্তমান পৃথিবীস্থ অনেকেই অবহেলা করছে, এমনকি যারা নিজেদের যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী বলে দাবী করে।

ঈশ্বরের এককত্ব বা অদ্বিতীয়তা (The Uniqueness of God)

ইস্রায়েলের পক্ষে ঈশ্বর যে সকল উত্তম কার্য্যাদি করেছেন সে সকল বর্ণনা শেষে মোশি কহিলেন,

"অতএব অদ্য জ্ঞাত হও, মনে রাখ যে, উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর' অন্য কেহ নাই" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪ঃ৩৯)।

এটা অনস্বীকার্য যে, সেই প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে বিধর্মী, অসত্য, অজানা দেব-দেবীর উপাসনায় মানুষ রতছিল, ইস্রায়েলীয়রাই সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সত্য ঈশ্বর যে তাদের নিস্তারকর্তা তাঁকে বার বারই অস্বীকার করেছে, অবহেলা করেছে তাঁকে যদিও ভাববাদীগণ ইস্রায়েলীয়দেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বরের আদেশ, নিয়ম ব্যবস্থাকে। ঈশ্বর, নিজে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর', সর্বময় অধিকর্তা। যিশাইয় ৪৫ঃ৫ পদ ব্যক্ত করে,

> "আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়, আমি ব্যতিত অন্য কোন ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটি বন্ধ করিব;"

নূতন নিয়মে প্রেরিত পৌল বিভিন্ন স্থানে অজানা দেব-দেবীর, মূর্তি উপাসকদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তবুও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঐ সকল দেব-দেবী, প্রতিমা খ্রীষ্ট বিশ্বাসের তুলনায় তুচ্ছ। ১ করিন্থীয় ৮ঃ৪-৬ পদ বর্ণনা করে,

> "ভাল, প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা জগতে কিছুই নয়, এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। কেননা কি স্বর্গে কি পৃথিবীতে যাহাদিগকে দেবতা বলা যায়, এমন কতকগুলি যদিও আছে--- বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে --- তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে, ও আমরা যাঁহারই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা আছি।"

অতঃপর ইফিষীয় মন্ডলীর কাছে তাঁর লিখিত পত্রে তিনি বলেছেন,

> "দেহ এক, এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহুত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন।"

এই পদটি বিশেষভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ও নিয়মাবলী মেনে চলা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে।

বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি (Modern Attitudes)

উপরোক্ত বিভিন্ন পদগুলি দ্বারা একমাত্র ঈশ্বর সদাপ্রভুর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, অপার মহিমা ও মর্যাদা বিষয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে, যিনি স্বর্গ, মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্ট ও জীবের একচ্ছত্র অধিকারী তিনি অবশ্যই দূর্বল ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যদের একমাত্র উপাস্য, শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত -- অবশ্য তাঁতে বিশ্বস্তগণ সকলেই তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ ভক্তি দেখিয়েছে পবিত্র বাইবেল সেই শিক্ষাই আমাদেরকে দেয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা কি দেখছি, এমনকি জোর গলায় যারা নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবী করে? প্রথমতঃ পশ্চিমা সমাজের মনুষ্য দেবতা ও প্রতিমা পূজকদের অনুসারীর হার অত্যাধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রাচীনকাল থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। অনেকেরই বদ্ধমুল মতামত যে, প্রতিটি ধর্মেরই নিজ নিজ পথ বা পদ্ধতি যা অবলম্বণ করে ঈশ্বরকে খুশী করা বা পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকরটাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয়। লোকেরা খ্রীষ্টিয় মুল্যবোধ ও খ্রীষ্টিয় মতবাদে ঈশ্বর প্রদত্ত একমাত্র পরিত্রাণ/ উদ্ধারের পথকে তুচ্ছজ্ঞান করছে, বহুপূর্বে পিতর যেভাবে বর্ণনা করেছেন,

> "তিনিই (যীশুখ্রীষ্ট) সেই প্রস্তর, যাহা গাঁথকেরা যে আপনারা, আপনাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে"(প্রেরিত ৪ঃ১১-১২ পদ)।

বিষয়টি তেমন কোন আশ্চর্য্যের নয় যে, বর্তমান উন্নত বিশ্বের আধুনিকায়ন ঈশ্বরকে কেন্দ্রিভুত করে নয় বরং তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়াকে বাতিল করে। লোক দেখানো ভাবে কারণে অকারণে "হালেলুইয়া" (অর্থ ঈশ্বরের প্রশংসা) শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় 'ঈশ্বর' তাঁর নামের গুণে আর কোন প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়, এই ধরণের আচরণ তথাকথিত খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মানবতাবাদী এবং বস্তুবাদীরা সর্বক্ষণই তাদের নিজস্ব চিন্তাধারাকে কাজে লাগাতে সময় ব্যয় ও মস্তিষ্কের ব্যায়াম করতে ব্যস্ত ঈশ্বরকে নিয়ে সময় অপচয় করতে পছন্দ করে না। অতএব, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, "ঈশ্বর" এবং তাঁর প্রদেয় সত্য বাক্যের প্রতি বর্তমান যুগের মানুষের কি রকম অবহেলা।

ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (The Character of God)

কিন্তু এই ঈশ্বর, যিনি স্বর্গ, মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা, যিনি একচ্ছত্র ভাবে সবকিছুর উপরে শ্রদ্ধাভক্তি, প্রশংসা পাবার দাবীদার তিনি কোন নৈব্যক্তিক বা ব্যক্তিত্বহীন ক্ষমতা নয়। তিনি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর আদর্শ এবং নীতিসমূহ চিরকালের বা অনন্তকালীন, সেগুলি তিনি তাঁর আজ্ঞা, ও নিয়ম ব্যবস্থা দ্বারা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন। ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বতে ঈশ্বরের উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায় যখন তিনি মোশিকে সাক্ষাৎ দেন, তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয়। প্রান্তরে যাত্রার সময়কালে মোশির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ হয়। কিন্তু একটি সময় পর মোশি উপলব্ধি করে যে, তিনি ঈশ্বরকে একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানেন না। তাই এক সময় মোশি ঈশ্বরকে বিনীত অনুরোধ করেন,

"আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি তোমার পথ সকল জ্ঞাত করাও ---- ঈশ্বরের সম্মতি পেয়ে মোশি আরও কহিলেন, 'তোমার শ্রীমুখ, প্রতাপ আমাকে দেখাও",

অতঃপর মোশি বিভিন্ন সময়ে "ঈশ্বরকে" প্রকৃতরূপে ভয়ঙ্কর জলন্ত অগ্নির মধ্যে দিয়ে সাক্ষাৎ পান। অথচ মোশি আরও কিছু মিনতি করেছে ঈশ্বর সেই বিষয়টি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি মোশিকে বললেন,

"আমি তোমার সম্মুখ দিয়ে আমার সমস্ত উত্তমতাগমন করাইব ও তোমার সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব" (যাত্রাপুস্তক ৩৩ঃ১৯)।

অতপরঃ ঈশ্বর তাঁর মহিমা, প্রতাপ মোশিকে জ্ঞাত করান এইভাবেই যে নাম মহিমান্বিত হয় ---। ঈশ্বর তাঁর পথ, মহিমা, প্রতাপ তাঁর উত্তমতা মোশিকে জ্ঞাত করার মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখতে সুযোগ দেন এবং মোশির সম্মুখ দিয়ে গমন করতঃ এই ঘোষনা করিলেন,

"সদাপ্রভু, সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে সত্য ও মহান, সহস্র সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী, তথাপি তিনি অবশ্য পাপের দন্ড দেন, ------ পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান" (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির চিত্রটি ঈশ্বরের নিজস্ব মুখ দ্বারা উচ্চারিত হয়েছে। ঈশ্বরের এই আর্দশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রায় পুস্তকেই পাওয়া যায় বিশেষ করে গীতসংহিতা যেমন ১০৩ এর গীত, এবং বিভিন্ন ভাববাদীর বর্ণনায়। চিত্রটি ঈশ্বরের 'উত্তমতা' এবং মহিমা প্রতাপসমৃদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র। ঠিক একই বিষয়ের প্রতিফলন ছিল যীশুর মধ্যে যখন তিনি শমরীয় স্ত্রীলোকটির নিকটে বর্ণনা করেন, "ঈশ্বর আত্মা" (এমন কোন আত্মা নয় যা বিপথগামীতে সাহায্য করে) যোহন ৪:২৪ পদ বর্ণনা করে। ঈশ্বরের চরিত্রকে উত্তম 'আত্মা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা কিনা মনুষ্যের মাংসিকতা (যে আত্মা পার্থিব অভিলাষই প্রকাশ করে) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ঈশ্বরের পুতঃপবিত্রতা (The Holiness of God):

পূর্বে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছি সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি টেনে বলতে হয় যে, ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেটা মনুষ্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিপরীত। তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে "উজ্জ্বল জ্যোতি" পৌলের মতে মানুষের চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু তাঁর 'চিন্তাশক্তি" (যেটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়) সবসময়ই মানুষের চিন্তাশক্তির বহু উর্দ্ধে, যেমন ঈশ্বর নিজে ব্যক্ত করেছেন, যিশাইয় ৫৫:৯ পদে,

"কারণ ভূতল হইতে আকাশমন্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ"।

সুতরাং ঈশ্বর পবিত্র পবিত্রময় তাই তিনি মনুষ্য থেকে "সম্পূর্ণ আলাদা"। মনুষ্যের পক্ষে কোন ক্রমেই ঈশ্বরকে তাঁরই মত মানুষরূপে চিন্তা করা উচিৎ নয়। মানুষের অবাধ্যতা / পাপের কারণে কখনই সে তার নির্ধারিত পথে চলে ঈশ্বরের সন্ধান পাবে না, যদি না সে ঈশ্বর কর্তৃক দেয় পথ অবলম্বন করে। ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের দেয় বিভিন্ন ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, উপাসনা করার নিয়মাবলীসহ বলা হয়েছিল একমাত্র যাজকের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে পারবে, হারোনের পুত্রদের ঈশ্বর নিজে যাজকবর্গ হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। উপাসনাপর্ব সমাপ্তের পদ্ধতি সহ অন্যান্য ব্যবস্থা প্রর্বতনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁর মনের মত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মত মানুষকেও পরিবর্তীত / উন্নত করতে চান, তাই তিনি আজ্ঞা দিয়েছিলেন (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪ পদ)

"কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর, অতএব তোমরা আপনাদের পবিত্র কর, পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র ----"।

ঠিক একই বক্তব্য প্রেরিত পিতর প্রাচীন খ্রীষ্টভক্তদের কাছে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেছেন,

"কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহবান করিয়াছেন সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারও সমস্ত আচার ব্যবহার পবিত্র কর" (১ম পিতর ১:১৫)।

যীশুখ্রীষ্টও শমরীয় স্ত্রীলোকটির কাছে তাঁর পিতা ঈশ্বরের আরাধনা সর্ম্পকিত বিষয়ে বলেছেন,

"কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে" (যোহন ৪:২৩-২৪)।

ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে বা তাঁকে বিশ্বাসীভক্তদের কাছ থেকে যে ধরনের "পবিত্রতা" আশা করেন সেটা কোন যোগী বা সাধুর অমর আত্মা সাধনে পবিত্রকরন নয়, যে কিনা বছরের পর পর্বতগুহা বা গভীর বনবাসে তার জীবন কাটিয়ে নিজেকে 'পবিত্র' (?) দাবী করে অথবা এমন কোন ভজনা বা উপাসনা বা নৈবেদ্য দাবী করে না যেখানে 'আত্মার শুচিতার জন্যে বিভিন্ন প্রকার ক্যারশিমার মধ্য দিয়ে আকৃষ্ট করন করার কার্যক্রম, ভাক্ত ভাববানী উচ্চারন, পরাক্রমকার্য (?) দেখানোর ছল করে' অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন থেকে নিজেদের ইচ্ছার, আত্মঅহঙ্কারে, অন্যের ক্ষতিসাধনে প্রাধান্য দেয়। ঈশ্বর কখনই ইস্রায়েল জাতির এই ধরনের আচরনকে প্রশ্রয় দেননি, যীশুরও একই উক্তি

"আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও" (মথি ৭:২৩)।

পিতা ঈশ্বর/ ঈশ্বরের পিতৃত্ব বোধ (God as Father)

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর" প্রভুর প্রার্থনা শুরু হয়েছে উল্লেখযোগ্য এই লাইনটি দিয়ে যা নূতন নিয়মে তথা সমগ্র বাইবেলে সমাদৃত বিষয়। বর্তমানেও কমবেশী ব্যবহৃত হয়, যদিও ব্যাপক ব্যবহৃত না হয় তবুও পিতা শব্দটি প্রথাগতভাবে ভয়ভীতি পূর্বক উচ্চারিত হয়ে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরকে' যখন 'পিতা' সম্মোধন করা হয় তখন হয়তো শব্দটির প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে না জেনে করা হয়। পুরাতন নিয়মে 'ঈশ্বর' নিজেকে 'পিতা' বলে প্রকাশিত করেছেন।

মিশরে রাজা ফৌরণের সম্মুখে ঈশ্বর ঘোষণা দেন, 'ইস্রায়েল আমার সন্তান, আমার প্রথমজাত" যাত্রা পুস্তক ৪ঃ২২ পদ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে 'ঈশ্বরের' এই নিবীড় সম্পর্কের স্বাদ তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপলব্ধি করেছে। গীত রচয়িতা তাঁর গীতসংহিতায় উল্লেখ করেছেন,

> "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন; আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে" গীতসংহিতা ১০৩ঃ১৩-১৪ পদ।

নূতন নিয়মে একজাত পুত্রের মধ্য দিয়ে 'ঈশ্বর' সর্বোচ্চভাবে নিজেকে 'পিতা' হিসেবে প্রকাশিত করেছেন, যীশু বেশীর ভাগ সময়ে 'ঈশ্বরকে' আমার পিতা বলে ব্যক্ত করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর শিষ্যদের কাছে বক্তব্যে তিনি "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা" উল্লেখ করেছেন, গীত রচয়িতা তাঁর গীতসংহিতায় এবং বিভিন্ন ভাববাদী তাদের পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন 'ঈশ্বর' তাঁর অসীম করুণার কারণে তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানবজাতির পাপ খন্ডনে উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং বিশ্বস্ত ঈশ্বরভক্তরা তাঁর সাথে এক নূতন নিবীড় সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে। খ্রীষ্টের সাথে তারও উত্তরাধিকারী, যে বিষয়টি প্রেরিত যোহন বর্ণনা করেছেন, ১ যোহন ৩ঃ১ পদ বলে,

> "দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই, আর আমরা তাহাই বটে ----" ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি বর্তমান সময়ে আমরা অনেকেই ঈশ্বরের চিন্তা/ধ্যান করার স্বভাবটি এড়িয়ে যাই এবং তাঁকে আমাদের পরমপিতা বা বন্ধু সম্মোধন করতে ভুলে যাই। অথচ যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জীবদ্দশায় এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দিয়েছেন, এমনকি তাঁর প্রার্থনায় যীশু নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

"হে পিতঃ, হে স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করি---- "? (মথি ১১ঃ২৫)।

যীশু খ্রীষ্ট অবশ্য সতর্কবানীও করেছেন, যদিও ঈশ্বর আমাদের পিতা সত্যিকার অর্থে পূজনীয় তবুও তিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডের অধিকর্তা, সর্বোচ্চ প্রভু তাই তাঁকে অতি শ্রদ্ধাভক্তির সাথে নম্রচিত্তে আরাধনা করা উচিত। যীশু যেমন করেছেন, তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হবার কিছুকাল পূর্বে তিনি শিষ্যদের জন্য সরাসরি ঈশ্বরকে সম্মোধন করে দু'দুবার প্রার্থনা করেছেন,

"আমি আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর--- যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ---- যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক। পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগত পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে। ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি, এবং ইহারা জানিয়াছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ" (যোহন ১৭ঃ ১১, ২৪-২৫ পদ)।

এই পদগুলি দ্বারা যীশু বুঝিয়েছেন, ঈশ্বরকে যেন আমরা একজন সাধারণ পারিবারিক সদস্য মনে করে হালকা ব্যক্তিত্ব না ভাবি তিনি যে অসীম, অপার শ্রদ্ধার পাত্র তা যেন ভুলে না যাই। প্রেরিত পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদের কাছে ব্যবস্থা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন বিশ্বাসী হিসাবে ঈশ্বরের জন্য তাদের কি করা উচিৎ, তিনি তাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছেন তারা যেন তৎকালীন গ্রীকদের জড় উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং সেই সকল মূর্তি উপাসক অবিশ্বাসী সমাজ থেকে বের হয়ে আসে,

"তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্র হইবে, ইহা সর্ব্বশক্তিমান প্রভু কহেন।" (২ করিন্থীয় ৬ঃ১৭-১৮ পদ)।

যীশু খ্রীষ্ট নিজেও শ্রদ্ধার সাথে ঈশ্বরকে আব্বা, পিতঃ বলে সম্মোধন করেছেন সব সময় শিষ্যদেরকে 'প্রার্থনাা শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "হে আমাদের পিতা, ঈশ্বর যিনি স্বর্গ মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা"- (মথি ৬ঃ৯ পদ)। কার্যতঃ 'ঈশ্বর' একজন বিশ্বস্ত যত্নবান 'পিতা' যিনি তাঁর সন্তানদের (আমাদের) সর্ব বিষয়ে, সার্বক্ষণিক যত্ন নিচ্ছেন বা নিতে প্রস্তুত। তাই যখন সেই সন্তান সন্ততিরা সার্বক্ষণিক তাঁর দেয় সুবিধা, উদ্ধিগ্নতা উপভোগ করছে তখন যেন তাদের উপকারীকে তাঁর প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা, ভক্তি জানাতে কার্পন্য না করে। আর সত্যিকার অর্থে স্বীকার করতেই হয় বর্তমান বাক-স্বাধীনতা, নিজস্ব মতামত বলবৎ রাখার সুবিধা, মানবীয় অধিকার (Human rights) প্রতিষ্ঠার যুগে প্রকৃত ধর্মীয় নীতিমালার ভারসাম্য রাখার প্রতি অনেক

বিশ্বাসীরই অনীহা প্রকাশ পায়, শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্র এককভাবে আমাদের ঐরূপ মানসিকতা রক্ষণে অক্ষম।

ঈশ্বরের ভালবাসা (The Love of God)

বর্তমান সময়ে দেখা যায় "ঈশ্বর হচ্ছেন ভালবাসাঃ (God is Love) চারনটি ব্যাপকভাবে সকলেরই মুখে মুখে। প্রেরিত যোহন তাঁর পত্রে এবং সুসমাচারে একই রকম বক্তব্য করেন ১ম যোহন ৪ঃ১৬ পদে,

> "আর ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদিগেতে আছে, তাহা আমরা জানি, ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন"।
>
> যোহন ৩ঃ১৬ পদ, "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"

ঈশ্বর এতই প্রেমময়, দয়ালু যে, তাঁর করুণা সকলের প্রতিই তিনি চান না একজনও বিনষ্ট হয়। যদিও মানুষ মনে করে ঈশ্বরের এই চিন্তাটি সম্পূর্ণ আবেগ অনুভুতিপূর্ণ। সি. এস. লুইস মন্তব্য করেন ঈশ্বরের এই ধরনের চিন্তাধারা পোষণ করা একজন 'পিতামহ' বা 'দাদুর' চিন্তার মত যে কিনা তার সবকটি সন্তান-সন্ততি, নাতী-নাতনীকে তার সবকিছু উজাড় করে দিয়ে সব সময়ই খুশী/ সুখী দেখতে চায়। কিন্তু জাগতিক পিতা বা পিতামহের ভালবাসার সাথে ঈশ্বরের ভালবাসার অমিল বা বিচ্যুতি যেটা পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরই হচ্ছেন সর্বময় সৃষ্টিকর্তা যিনি মনুষ্যজাতিকে তাঁরই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এইভেবে যেন মনুষ্যের প্রকৃতিতেও ঈশ্বরের মত সত্যময়তা, করুণাময়তা ও পবিত্রতা বিরাজ করে।

> "পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন ....." (আদিপুস্তক ১ঃ২৭ পদ)

এবং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই অপরিসীম চিন্তাশক্তি, বোঝবার ক্ষমতা, বিবেক, বুদ্ধিবিবেচনা করার শক্তি- যেটা পশু প্রাণীকে দেননি- অতএব মনুষ্য যেন বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগে ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে চিনতে জানতে সক্ষম হয় এবং তাঁর মত প্রকৃতির অধিকারী হয়ে অনন্ত গন্তব্যের জন্যে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারে। বিপথগামী মনুষ্যজাতির প্রতি ব্যতিক্রমী এই মনোভাব প্রকাশ করে যে ঈশ্বর কখনও চান না,

> "প্রভু নিজে ---- তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু, কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয় এমন বাসনা তাঁহার নাই, বরং সকলে যেন মন-পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এই তাঁহার বাসনা" (২ পিতর ৩ঃ৯)।

প্রেরিত পৌল তীমথিয়ের কাছে তাঁর লিখিত পত্রে একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন,

"তাঁহার ইচ্ছা এই যে, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায় ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে" (১ম তীমথিয় ২:৪ পদ)

এই সকলপদ শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর যে মনোভাব (তিনি তাদের তাঁর প্রথমজাত 'সন্তান' তাঁর স্ত্রী বলে অবিহিত প্রযোজ্য)।

ঈশ্বর কর্তৃক এই ধরণের জাগতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হয় যে, যদিও মনুষ্য তাদের নিজ নিজ স্বার্থপরতা ও নির্ভরশীলতায় ব্যস্ত তবুও যেন তারা ঈশ্বরের গুণাবলী ধৈর্য্য ও করুণার বিষয় স্মরণ রাখে। এক সময় যীশু যখন তাঁর অনুসারীদের কাছে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলছিলেন যে, ঈশ্বর কখনও তাঁর সন্তানদের হিত সাধনে কার্পণ্য বোধ করেন না, তিনি অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী বর্ণনা করে বলেছিলেন, অপব্যায়ী পুত্রটি যখন তাহার পিতার কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিল, তাহার পিতার মনোকষ্ট হয়েছিল, সে ব্যথিত হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি বা মনোভাব ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যখন পুরুষ এবং স্ত্রী যে কেউই ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে তাঁর মমত্বকে মূল্য না দিয়ে নিজ নিজ স্বার্থপরতায় মত্ত হয়ে তাদের নিজস্ব পথে চলে এই দৃষ্টান্তটিতে দেখা যায় অপব্যয়ী পুত্রটির পিতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিফলন, সেই পিতা যেমন অবিরত তাহার পুত্রের ফিরে আসার পথ গুণছিলেন যে সে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বরও অপেক্ষমান সকল পাপীগণ অবনত হয়ে যীশুতে আচ্ছাদিত হবে।

ঈশ্বরের এই প্রকার করনীয় বর্ণনা শুধু যে নূতন নিয়মেই বর্ণিত হয়েছে তা নয়, ভাববাদী হোশেয় তাঁর পুস্তকে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করে বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী যেভাবে ব্যভিচারীনি হয়ে হোশেয়ের প্রতি অবিশ্বস্থ হয়েছিল, পরে তিনি ঈশ্বরের আদেশে সেই স্ত্রীকে নিজ ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন, ঠিক একই ভাবে ইস্রায়েল সন্তানগণ (ঈশ্বর 'স্ত্রী' বলে সম্মোধিত) পরাক্রমী, বিশ্বস্ত ঈশ্বরকে অস্বীকার করে অসার দেবতায় আকৃষ্ট হয়েছিল পরবর্তীতে ইস্রায়েল জাতি ফিরে আসলে ঈশ্বর তাঁর স্বভাবজাত স্নেহ ভালবাসায় তাদের সঙ্গে পূনঃসম্বন্ধ স্থাপন করেন। হোশেয় তাঁর পুস্তকে কখনই ইস্রায়েল সন্তানগনের পাপ, তাহাদের করণীয় অনাচারকে সমর্থন করেননি বরং সেই ঘটনা থেকে পরবর্তী শিক্ষার জন্য তিনি ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের দন্ডের ব্যাখ্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

সর্বশেষ শিক্ষায় ব্যক্ত করা যায় ঈশ্বর শুধুমাত্র তার সন্তানগণের মঙ্গল চিন্তা করেই ক্ষান্ত হন না সেটা বাস্তবায়নে সচেষ্ট যাতে সর্বশেষে তাহারা উত্তম ফল বহন করিতে পারে। বিশ্বাসীভক্তদের বিশ্বাস করতে ঈশ্বরের অপারকরুনা, অসীম ভালবাসা ও ক্ষমতা সবসময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, আমাদের ফিরে গিয়ে স্বাদ নিতে হবে।

ঈশ্বরের কোপ বা গভীর ক্রোধ (The Wrath of God)

কিন্তু যদি কিনা পুরুষ/স্ত্রী ঈশ্বরকে তাদের পৃষ্ট প্রদর্শন করে, তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, তাঁর আজ্ঞা, ইচ্ছা পালন না করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে সেটার পরিণতি কি হবে? একটি বিষয় খুবই পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়, ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন, মনুষ্যজাতির সৃষ্টিকর্তা স্বর্গ-মর্ত্যের একমাত্র তাই তিনি কখনও তাদের বিদ্রোহী মনোভাব সহ্য করেন নি এবং করবেন না, তাহলে বিদ্রোহী মনোভাব সহ্য করেন নি এবং করবেন না, তাহলে তাঁর কর্তৃত্বের অবমাননা তিনি নিজেই করবেন যেই পৃথিবী এবং সৃষ্টি তাঁর নিজেরই গড়া। তিনি অবশ্যই পরিস্থিতি নিজ আয়ত্বাধীনে রাখার চেষ্টা করবেন যাতে করে মনুষ্যজাতি তাদের নিজস্ব পথ পরিবর্তীত করে ঈশ্বরের প্রবর্তিত পথে পা রাখে। আর এই কঠিন কাজটি তিনি তাদের প্রতি চাপ/ বোঝা দিয়ে সমাধা করেন। এ সর্ম্পকিত একটি সত্য উদাহরণ বাইবেল বর্ণনা করে- যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল জাতিকে বিচারকর্তৃগণের শাসনে দিন যাপন করতে হয়েছিল। সেই সকল সেনাধক্ষ্য বা শত্রুর শাসনকর্তাদের সময়কালে ইস্রায়েলীরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ৩ঃ৭-৯ পদ বলে,

> "আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিল, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গিয়া বাল দেবগণের ও আশেরা দেবীদের সেবা করিল। অতএব ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি অরাম-নহরয়িমের রাজা কুশন-রিশিয়াথয়িমের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত কূশন-রিশিয়াথয়িমের দাসত্ব করে। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিল। তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য এক নিস্তারকর্ত্তাকে- কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনীয়েলকে-উৎপন্ন করিলেন; তিনি তাহাদিগকে নিস্তার করিলেন।"

এই পদের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার শিক্ষা মেলে ইস্রায়েল সন্তানগণ তাদের সদাপ্রভু ঈশ্বরকে অবমাননা করে ফলে তাঁর ক্রোধ সমগ্র জাতির উপর বর্ষিত হয়, যিনি তাদের দূরাবস্থার সময় মিশরে দাসত্ব থেকে উদ্ধার/মুক্ত করেন, সেই ঈশ্বরই আবারও ইস্রায়েল জাতিকে বিজাতীয়ের দাসত্বে রেখে চাপের মধ্যে ঠেলে দেন। অবর্ণনীয় বিপর্যয় উপদ্রব সহ্য করে এক সময় সমগ্র জাতি অনুতপ্ত হয়- তাদের করুন আবেদনে ঈশ্বর সাড়া দেন এবং তাদের বিপর্যয় মুক্ত করেন। ইস্রায়েল জাতি একই ধরণের ঘটনা, একই রকমভাবে ঈশ্বরকে অবমাননা করছে অনেকবারই। এই জাতির ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ শতাব্দীতে অশুরীয়রা শমরীয় তথা উত্তরাংশের রাজ্যসমূহ এবং ব্যবিলনীয়রা খ্রীষ্টপূর্ণ ৬০০ শতাব্দীতে যিহুদীয়া রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল দখল করে নেয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে ঈশ্বর কেন এই প্রকার চরম পরিণতি ঘটান? কারণ বাইবেলেই পাওয়া যায়, ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন ভক্ত, ভাববাদীদের মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে বার বার সর্তক করে সত্য পথে জীবন যাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা স্বেচ্ছাচারীতায় দিন অতিবাহিত করেছে, যেটা পবিত্র শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছে, ২য় বংশাবলী ৩৬ঃ১৬ পদ,

> "কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের দূতদিগকে পরিহাস করিত, তাহারা বাক্য তুচ্ছ করিত, ও তাঁর ভাববাদীগণকে বিদ্রূপ করিত; তন্নিমিত্ত শেষে আপন প্রজাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হইল, অবশেষে আর প্রতিকারের উপায় রহিল না।"

ঈশ্বরের ভাববাদী কর্তৃক বার বার সর্তকবাণী প্রচার, ঈশ্বরের পথে চলিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার অনুনয় সত্ত্বেও যখন ইস্রায়েলীয়গণ কোন গ্রাহ্যে আনিল না, অনুতপ্ত হইল না তখনই ঈশ্বর সেই অনাচারের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। ঠিক একই রকমভাবে তিনি যখন পৃথিবীস্থ মনুষ্যকৃত দৌরাত্ম ও ভ্রষ্টতার কারণে সমগ্র পৃথিবীতে জলপ্লাবণ ঘটিয়েছিলেন,

> "তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল।"

ঈশ্বরের দন্ডাজ্ঞা নেমে আসে তখনই যখন মনুষ্য জাতি বা কোন বংশ অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট নত হয়ে নিজেদেরকে পরিবর্তিত না করে তিনি তাদের সমুলে উচ্ছেদ করেন যাহাতে অবশিষ্টগণ তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুরাতন নিয়মে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে নিজেকে হিংসাপরায়ণ (Jealous) বলে অভিহিত করেছেন। এই বিশেষণটি বা শব্দটি দ্বারা মাননীয় মানসিকতার নীচতর দৃষ্টিকোণের প্রকাশ পায় বলে আধুনিক অনেক বাইবেল পাঠক ও বিশ্লেষকগণ মনে করেন, কিন্তু এই ধরণের মনোভাব পোষণ বা ব্যক্ত করা পবিত্রশাস্ত্রীয় অর্থের অপব্যাখ্যা।

ঈশ্বর সবসময়েই ইস্রায়েল সন্তানগণকে সর্তক করে বলেছেন, তারা যেন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রতিমার প্রতি না ফিরে, এ সম্পর্কিত একটি অন্যতম অধ্যায়ের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ১৩-১৫ পদ,

> "তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে। তোমরা অন্য দেবগণের, চারিদিকের জাতিদের দেবগণের অনুগামী হইও না; কেননা তোমার মধ্যবর্ত্তী তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। সাবধান, পাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ক্রোধ তোমার প্রতিকুলে প্রজ্বলিত হয়, আর তিনি ভূমন্ডল হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করেন।"

এক্ষণে উল্লেখ্য যে, একই শব্দ কখনও (zeal) অথবা কখনও (zealous) হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। যিশাইয় ৪২ঃ৮ পদে ঈশ্বর ব্যক্ত করেছেন,

"আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিংবা আপন খোদিত প্রতিমাকে দিব না।"

স্বর্গমর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুর দৃঢ় সিদ্ধান্ত তিনিই হবেন তাঁর সৃষ্টির একমাত্র উপাস্য দেবতা, সমস্ত সম্মান, আরাধনা তাঁরই প্রাপ্য, মনুষ্য নির্মিত বা খোদিত কোন বস্তুর নয়, আর এটিই হচ্ছে তাঁর 'যিল্' (zeal) আর এই অনুভুতিই তাঁর ক্রোধের, হিংসাপরায়নতার কারণ, যাহারা তাঁকে অবমাননা করে তাঁর উপাসনা, ভক্তি করা থেকে বিরত থাকিবে তিনি অবশ্যই তাদের উচ্ছিন্ন করিবেন, অবশেষে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরীয় প্রতিশোধ (The Vengeance of the Lord) আধুনিক পাঠকগণ মনে করেন মানুষের মত ঈশ্বরেরও প্রতিশোধ পরায়ন মানসিকতা যেটা ঈশ্বরের পবিত্রতার হানিকর বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য যে, এই বচনটিও সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় গূঢ় অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন ঈশ্বরের প্রতিশোধ (Vengeance of the Lord) নেবার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর পাপীদের প্রতি দন্ডাজ্ঞা প্রদান করবেন, কিন্তু বিশ্বস্তদের রক্ষার্থে একই ধরণের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা যিশাইয় ভাববাদী তাঁর পুস্তকে সহজভাবে বর্ণনা করেছেন, যিশাইয় ৩৫ঃ৩-৪ পদ,

"দূর্বল হস্ত সবল কর, কম্পিত জানু সুস্থির কর। চপলচিত্তদিগকে বল, সাহস কর, ভয় করিও না; দেখ, তোমাদের ঈশ্বর প্রতিশোধসহ ঈশ্বরীয় প্রতীকারসহ আসিতেছেন, তিনিই আসিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণ করিবেন।"

ঈশ্বরের প্রতিশোধ ব্যবস্থা সব সময়ই ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা কল্পে হয়ে থাকে। মনুষ্যদের পাপস্বভাব দূরীকরণে বা পাপ থেকে বিরত থাকতে প্রতিশোধ ব্যবস্থা, ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থায় মনুষ্যজাতির দাম্ভিকতা, চরম ঔদ্যাসীন্যে আত্ম অহংকারে মত্ত থাকার ফলে ঈশ্বর প্রতিশোধ সহকারে প্রতিকার আনয়ন করেন।

নূতন নিয়ম এবং দন্ডাজ্ঞা (The New Testament and Judgement)

ইস্রায়েল জাতির উপর ঈশ্বরের আরোপিত দন্ডাজ্ঞা নেমে এসেছিল তাদের অবিরত বিপথগামীতা, পাপাচারণের ফলে, সুতরাং আবশ্যাম্ভাবিক ভাবে একই কারণে আমাদের জগতেও আসবে। লুক লিখিত সুসমাচারে একটি অধ্যায়ে শিষ্যদের শিক্ষাদানকালে যীশু তাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন,

"আর নোহের সময় যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রুপ হইবে। লোকে ভোজন পান করিত, বিবাহ করিত, বিবাহিতা হইত, যে পর্য্যন্ত না নোহ জাহাজে প্রবেশ করিলেন, আর জলপ্লাবন আসিয়া সকলকে নিবিষ্ট করিল। সেইরূপ লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল- লোকে ভোজন পান, ক্রয়-বিক্রয়, বৃক্ষ রোপন ও গৃহ নির্ম্মাণ করিত; কিন্তু যে দিন লোট

সদোম হইতে বাহির হইলেন, সেই দিন আকাশ হইতে অগ্নি ও গন্ধক বর্ষিয়া সকলকে বিনষ্ট করিল-- মনুষ্যপুত্র যে দিন প্রকাশিত হইবেন, সে দিনেও সেইরূপ হইবে। সেই দিন যে কেহ ছাদের উপরে থাকিবে, আর তাহার জিনিষপত্র ঘরে থাকিবে, সে তাহা লইবার জন্য নীচে না নামুক; আর তদ্রুপ যে কেহ ক্ষেত্রে থাকিবে, সেও পশ্চাতে ফিরিয়া না আইসুক। লূক ১৭ঃ ২৬-৩০ পদ।

নূতন নিয়মে প্রকাশিত বা আলোচিত জোড়ালো বিষয়টি হচ্ছে পৃথিবীতে অবশ্যই একদিন শেষ বিচারের দিন নেমে আসবে। প্রেরিত পৌলও থিষলনীকীয় মন্ডলীর বিশ্বস্তদের আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর দূতগণ দ্বারা অগ্নিকর্ষণ ঘটিয়ে এই পৃথিবীর পাপী, দুষ্টদের অবিচারের প্রতিশোধ নিয়ে দুষ্টদের দৌরাত্মের অবসান ঘটাবেন, প্রকাশিত বাক্য ১১ অধ্যায়ে এই বিষয় বিবৃত আছে।

"বাস্তবিক ঈশ্বরের কাছে ইহা ন্যায্য যে, যাহারা তোমাদিগকে ক্লেশ দেয়, তিনি তাহাদিগকে প্রতিফলরূপে ক্লেশ দিবেন, এবং ক্লেশ পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দিবেন, [ইহা তখনই হইবে] যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে আপনার পরাক্রমের দূতগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন, এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দন্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দন্ড ভোগ করিবে, ইহা সেই দিন ঘটিবে, যে দিন তিনি আপন পবিত্রগণে গৌরবান্বিত হইবার, এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের সকলেতে চমৎকারের পাত্র হইবার জন্য আগমন করিবেন; আমরা তোমাদের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়াছি, তাহা তা বিশ্বাসে গৃহীত হইয়াছে।" ২য় থিষলনিকীয় ১ঃ৬-১০ পদ।

এই পদগুলি দ্বারা পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের কঠোর বিচার বা দন্ডাজ্ঞার পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারনা করা যায় কিন্তু পৌল এখানে 'ব্যবস্থায়' ও ভাববাদীগণের ভাষা ব্যবহার করেছেন, সমুচিত দন্ড, অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দন্ড ইত্যাদি। পবিত্রশাস্ত্র খুবই পরিষ্কার যারা ঈশ্বর সম্পর্কে জানে না তারা অজ্ঞ কিন্তু যারা ঈশ্বরকে জেনেশুনে স্বইচ্ছায় তাঁর আদেশ পালন থেকে বিরত, সুসমাচারকে কার্যত অনুসরণ করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে যেটা প্রেরিত পৌল উপরোক্ত পদগুলিতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কিন্তু নূতন নিয়মে আরও একটি সুসমাচার পরিষ্কারভাবে বিবৃত, যারা ঈশ্বরে এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বস্ত জীবন যাপন করেছে, তাদের জন্য হবে একটি প্রশান্ত বিচার। সত্যিকার ঈশ্বরভক্ত, "বিশ্বাসীদের" সঙ্গে অবিশ্বস্ত দুষ্টদের অনন্তকাল পুরষ্কার প্রাপ্তিতে থাকবে এক বিরাট পার্থক্য, এ সম্পর্কে রোমীয় পুস্তকে প্রেরিত পৌলের বক্তব্য,

"কিন্তু তুমি কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর? কেনই বা তুমি তোমার ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। কেননা লিখিত আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য, আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।" সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।" (রোমীয় ১৪ঃ১০-১২)

অতঃপর একটি বিষয় পরিষ্কার যে, অন্তিমকালীন বিচার হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য সাধনের একটি অংশ বিশেষ, তাঁর অটল, অবিচল সিদ্ধান্ত তিনি পাপকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিবেন না, কোন কোন শাস্ত্রে এই বিষয়টি "ঈশ্বরের গভীর ক্রোধ বা কোপ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন সত্য/বাস্তব/যথার্থ (Our God is Real)

পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বর সম্পর্কে অফুরন্ত এবং এই ছোট্ট পুস্তিকাটিতে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সর্ব সময় ক্ষমতাধারী ঈশ্বর জীবন্ত, চিরসত্য, চিরঅমর কোনরকম অবান্তর কল্পিত প্রচ্ছায়া অস্বচ্ছ নয়। ঈশ্বর সদাপ্রভু শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান, অনন্তকালীনই নয় তিনি এমনই একজন ঈশ্বর যিনি বাস্তবতা, মনুষ্যপ্রকৃতি তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি স্থির করেন। জগতে বসবাসের উপযোগী সর্বপ্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি এক জাতিকে মনোনীত করে তাঁর পছন্দ মত/ইচ্ছামত করে গড়ে তুলবার জন্য অবিরত প্রচেষ্টা করেছিলেন, এবং এখনও করে চলছেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সাধন প্রক্রিয়ার সময়সীমা অতিক্রান্ত হতে চলছে তাঁর পুত্রের দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে, এবং সেই দৃশ্যটি বর্তমান বিপথগামী জগতকে হতবুদ্ধি ও ভয়ঙ্কর আতঙ্ক গ্রস্থ করিবে। তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হইবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, এ সম্পর্কে ভাববাদী ব্যক্ত করেছেন,

"কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।" হবক্কুক ২ঃ১৪ পদ।

পৃথিবীর বর্তমান এই জটিল সময়াকালে যারা ঈশ্বরে বিশ্বস্ত জীবন যাপন করে তাঁর পরিকল্পনার অংশীদার হতে চায় তাদের কি করণীয় বা তাদের জন্য কি প্রত্যাশ? এ সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও অভয়বানী বর্ণিত রয়েছে অগণিত অংশে, এদের মধ্যে দুটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, ১ম তীমথিয় ২ঃ৩-৪ পদ,

"তাহাই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তম ও গ্রাহ্য, তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে।"

২য় পিতর ৩ঃ৯ পদ, "প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসুত্রী নহেন- যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসুত্রিতা জ্ঞান করে- কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট

হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা।"

এই পদগুলি দ্বারা প্রথম এবং একমাত্র উল্লেখযোগ্য ধারণা দেয় যে, সমগ্র মানবজাতির জন্য ঈশ্বর সদাপ্রভুর মহৎ করুনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি একান্তভাবে ইচ্ছা পোষণ করেন একজনও যেন তাদের জীবন না হারায় কিন্তু নব জীবন লাভ করে, তারপরও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে অবিশ্বস্ত/স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁকে অবশ্যই নিতে হইবে, যাতে করে অন্যেরা শিক্ষা নেয়। ঈশ্বর তাঁর সত্য/ পথ পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি আশা করেন বা বাসনা করেন যেন প্রত্যেক মনুষ্য এর আস্বাদ নেয়। পবিত্র বাইবেলে খ্রীষ্ট স্বয়ং এবং প্রেরিতগণ সুসমাচার ব্যক্ত করে প্রত্যেকজনকে আহব্বান করছেন মনুষ্য যেন তার বিফলতা উপলব্ধি করার পর মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের দেয় পবিত্র, সত্য পথ অবলম্বন করে, অর্থাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র অনাদি অনন্তকালের ঈশ্বরের প্রবর্তিত পরিত্রাণ বা ক্ষমতা প্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ করে। এতে করে স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং মনুষ্য জাতি পুরষ্কার স্বরূপ অনন্তকালীন জীবন লাভ করে স্বর্গমর্ত্যের ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় বসবাস করতে সক্ষম হবে।

এক কথায় বলা যায় ঈশ্বর এত বাস্তব সত্যময়, তিনি মনুষ্যজাতির মূলতঃ মানবীয় প্রকৃতিগত কারণজনিত দুঃখ-কষ্টভোগ তথা মৃত্যুর পথের পরিবর্তন করে তাঁর এবং তাঁর পুত্রের মত হতে মনুষ্যজাতিকে সাদরে আহব্বান করছেন। এই করুনাময় ঈশ্বরকে কি অবহেলা করা উচিৎ? তাঁর বাক্য পবিত্র বাইবেল অপেক্ষা করছে আমাদের পড়া ও উপলব্ধিতার জন্যে, এ সত্য জানার পরও আমাদের অপেক্ষা কিসের জন্যে?

সুধী পাঠকবৃন্দ বাইবেলে প্রকাশিত সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে (Getting to Know God) পুস্তিকাটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে দয়া করে আমাদের কাছে পাঠাবেন।

প্রশ্নাবলী ঃ

১। যে কোন ধর্মের বা ধর্মীয় পুস্তকের জন্য জরুরী বা অত্যাবশ্যক বিষয় যেটি কিভাবে তা প্রকাশিত অথবা কার দ্বারা লিখিত হয়েছে?

২। ঈশ্বর কোথায় তাঁর পবিত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন?

৩। অন্ততঃ একটি বাইবেলের পদ উল্লেখ করুন যে নীচের বক্তব্যগুলি সত্য ঃ

ক) ঈশ্বর অনন্তকালীন,

খ) ঈশ্বর মহান,

গ) ঈশ্বরের সমকক্ষ কেউই নয় এই পৃথিবীতে, তিনিই একক,

৪। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কি বিশ্বাস সেটা কি তেমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয়? যদি হয়, তাহলে তা প্রয়োজন কেন?

৫। অন্ততঃ একটি পদ বাইবেল থেকে উল্লেখ করুন যাতে প্রমাণিত হয় নীচের বক্তব্যগুলি যথার্থ ঃ

ক) ঈশ্বর হচ্ছেন পবিত্র, সত্যময়,

খ) ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের (স্বর্গীয়) পিতা,

গ) ঈশ্বর তাঁর অপার ভালবাসা তাঁর সন্তানদের প্রদান করেছেন।

ঘ) ঈশ্বর ক্রোধ বা রাগান্বিত কোপ প্রকাশ করে থাকেন।

৬। ক) এই পৃথিবী কি অন্তিম বিচারের সম্মুখীন হবে?

খ) ২য় থিষলনীকীয় ১ঃ৬-১০ পদের অর্থ কি বোঝায়?

৭। ঈশ্বর কি চান যে, এই পৃথিবীর সকল মনুষ্য রক্ষা বা পরিত্রাণ পাক?

দয়াকরে উত্তর লিখে বা কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে লিখে জানান। আমাদের ঠিকানা ঃ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ**
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Getting to Know God

What the Bible Reveals

By Fred Pearce

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**